সমরেশ বসুর

তিনবনের পারে

চিত্রনাট্য • পরিচালনা
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত
সুধীন দাশগুপ্ত

পরিবেশনা • রুমা ফিল্মস

সতীর্থ
প্রোডাকসন্স-এর
প্রথমপ্রয়াস
সমরেশ বসুর
কাহিনী অবলম্বনে

তিনবনের পারে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগীত :
সুধীন দাশগুপ্ত

বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার : **কার্তিক সামন্ত**

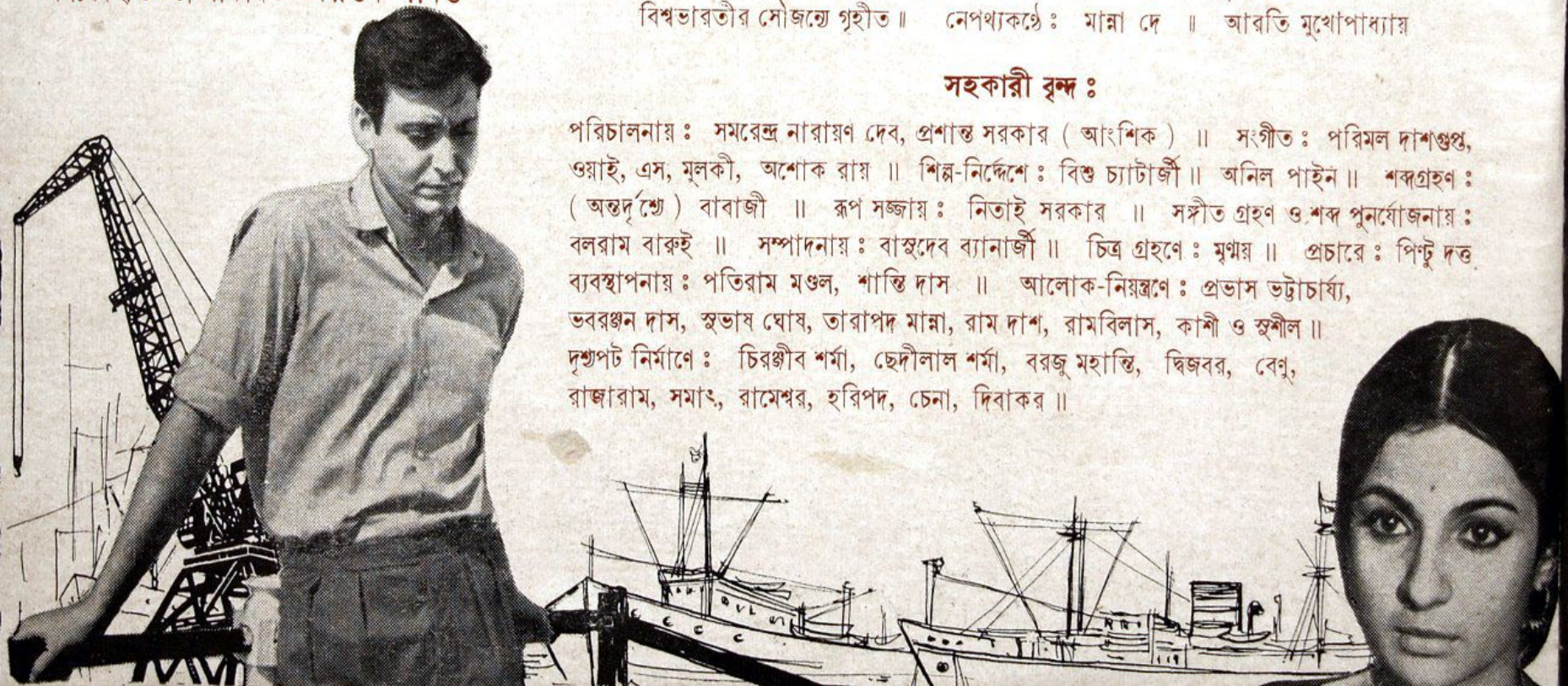

আলোকচিত্র নির্দ্দেশনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত ॥ চিত্রগ্রহণ : সুখেন্দু দাশগুপ্ত (পিণ্টু) ॥ সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ॥ শিল্প-নির্দ্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ শব্দগ্রহণ (অন্তর্দৃশ্য) : অনিল দাশগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী ॥ শব্দগ্রহণ (বহিঃদৃশ্যে) : সুজিত সরকার, অনিল তালুকদার, ইন্দু অধিকারী ॥ রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী ॥ প্রধান সহকারী পরিচালনা : পঙ্কজ ঘোষ ॥ গীতিকার : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন দাশগুপ্ত ॥ সংগঠনে : শংকর চ্যাটার্জী, শংকর রায়চৌধুরী ॥ প্রচার পরিকল্পনা : রঞ্জিৎ কুমার মিত্র ॥ ব্যবস্থাপনা : বাসু ব্যানার্জী ॥ সংগীতগ্রহন ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী স্থিরচিত্র : আশু সেনগুপ্ত (ষ্টুডিও বলাকা) ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ পটশিল্পী : কবি দাশগুপ্ত ॥ সাজসজ্জা : দাশরথি দাস, বিষ্ণুপদ দাস (সিনে ড্রেস সাপ্লাই) ॥

॥ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "তোরা যে যা বলিস ভাই" গানটি হিন্দুস্থান রেকর্ড কোং এবং বিশ্বভারতীর সৌজন্যে গৃহীত ॥ নেপথ্যকণ্ঠে : মান্না দে ॥ আরতি মুখোপাধ্যায়

সহকারী বৃন্দ :

পরিচালনায় : সমরেন্দ্র নারায়ণ দেব, প্রশান্ত সরকার (আংশিক) ॥ সংগীত : পরিমল দাশগুপ্ত, ওয়াই, এস, মুলকী, অশোক রায় ॥ শিল্প-নির্দ্দেশে : বিশু চ্যাটার্জী ॥ অনিল পাইন ॥ শব্দগ্রহণ : (অন্তর্দৃশ্যে) বাবাজী ॥ রূপ সজ্জায় : নিতাই সরকার ॥ সঙ্গীত গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনায় : বলরাম বারুই ॥ সম্পাদনায় : বাসুদেব ব্যানার্জী ॥ চিত্র গ্রহণে : মৃণ্ময় ॥ প্রচারে : পিণ্টু দত্ত ব্যবস্থাপনায় : পতিরাম মণ্ডল, শান্তি দাস ॥ আলোক-নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, রাম দাশ, রামবিলাস, কাশী ও সুশীল ॥ দৃশ্যপট নির্মাণে : চিরঞ্জীব শর্মা, ছেদীলাল শর্মা, বরজু মহান্তি, দ্বিজবর, বেণু, রাজারাম, সমাৎ, রামেশ্বর, হরিপদ, চেনা, দিবাকর ॥

কাহিনী

প্রচলিত দৃশ্য—শহরের অলিতে গলিতে রকবাজ ছেলেদের ভীড়। সব কাজের মধ্যে পথচারী মেয়েদের উত্যক্ত করাই হল তাদের প্রধান কাজ। সমাজ এদের ভাল চোখে দেখে না। উদ্দেশ্যহীন আশা ভাবনা বিহীন এদের জীবন। ভাল আর মন্দ, আলো আর অন্ধকার সবকিছু এদের চোখে এক।

"জীবনে কি পাবনা, ভুলেছি সে ভাবনা
সামনে যা দেখি, জানিনা সে কি
আসল কি নকল সোনা।"

রকবাজ ছেলেদের অতৃপ্ত জীবন যন্ত্রণার এই ফলশ্রুতি।

মণ্টু, জনি, ম্যাক ও পরেশ এমনই রকবাজ। তবে রুজি রোজগারের উদ্দেশ্যে যে বেরোয়না তা নয়। যেমন মণ্টু ওরফে সুবীর মিত্র। মা, বাবা নাবালক ভাই, বোন আর বেকার ভাই সুধীরকে নিয়ে তার সংসার। সামান্য রোজগারে এতগুলো লোকের চলে না। সংসারে নিত্য অভাব অনটন, ঝগড়া অশান্তি মণ্টুকে তিতিবিরক্ত করে তোলে। হয়ত এইসব ভোলার জন্যই মণ্টু রকে আড্ডা দেয়, মদ খায়, রেসের মাঠে যায় এবং আরও অনেক কিছু করে। এই রকবাজ বন্ধুরাই তাকে প্ররোচিত করে এ-পাড়ার নতুন ভাড়াটে বীরেশ্বর রায়ের বোন শিক্ষয়িত্রী এম, এ পাশ সরসীর পেছনে চ্যাংড়ামো করতে। তাই সরসী যখন স্কুলে যায়, মণ্টু তার পিছু ধরে। আবার কখনও কখনও গলিতে বা বাস ষ্টপেও তাদের সাক্ষাৎ মিলে। কথা বলতে গিয়ে মূর্খ, রকবাজ প্রভৃতি গালাগালি মণ্টুর ভাগ্যে জোটে। কিন্তু তবুও মণ্টু হাল ছাড়েনি

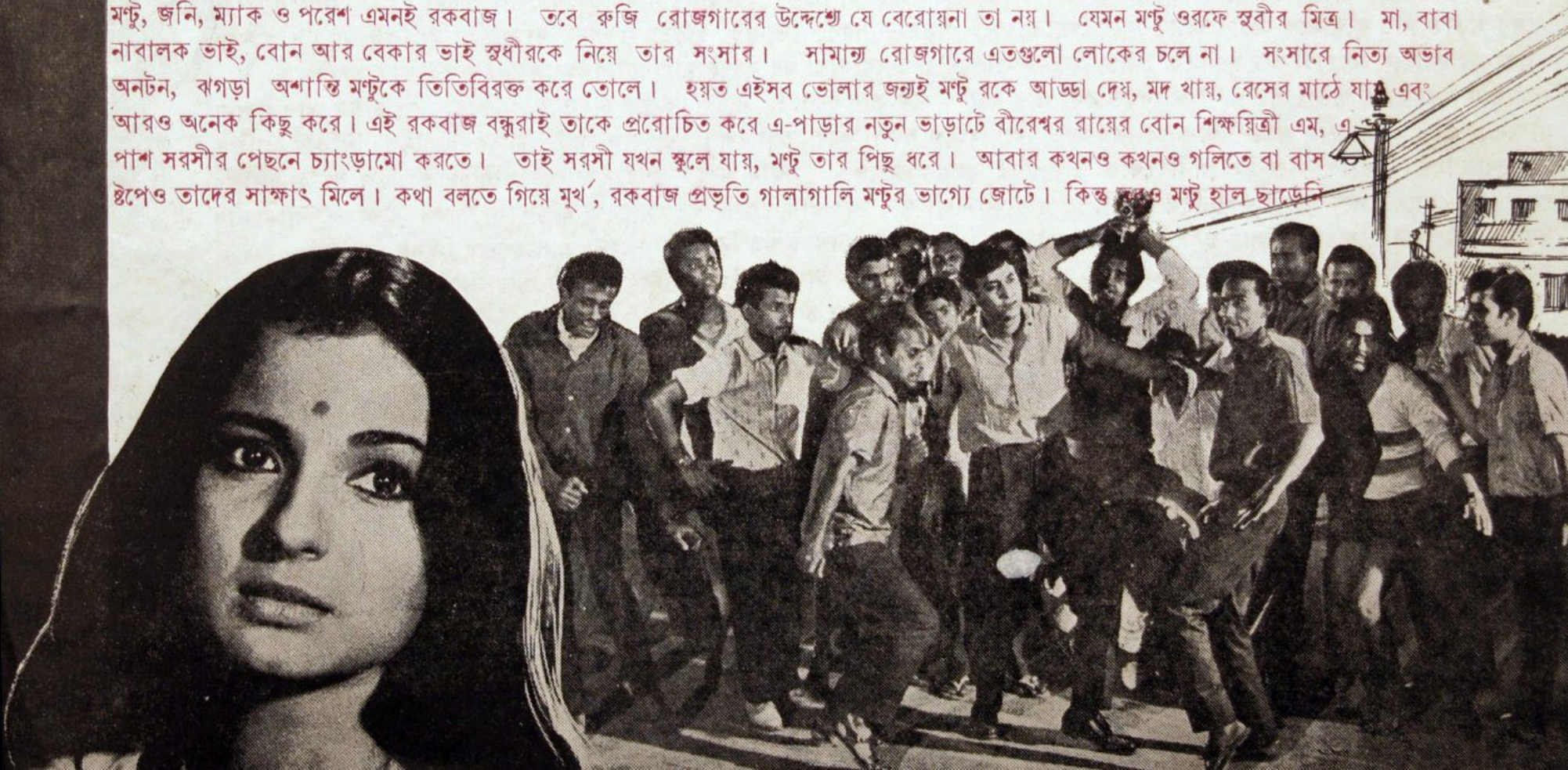

সুযোগ পেলেই কিছু না কিছু বলতে ছাড়ে না। সরসী কিন্তু প্রতিবারই তাকে অপমান করে বা কখনও এড়িয়ে যায়।
শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই কি সরসী তা পেরেছিল ?
অনেক আঘাত, প্রত্যাঘাত, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে সরসী দেখেছিল তার পারিবারিক, সামাজিক পেশা কোন পরিবেশেই মানায়না এমনই একটি যুবককে যার—দাঁড়ানোর মধ্যে ছিল নতুন করে বাঁচার একটা সাধ। অসহায় অথচ ভেতরে ছিল তার শক্তি যার ছায়া পড়েছিল চোখে। সুবীর যে উজানগামী এ বিষয়ে আর সন্দেহ ছিলনা সরসীর। তাই সে উজানগামীকেই ঠাঁই দিয়েছিল হৃদয়ে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন নিয়ে। সুরু হয়েছিল ভাঙা-গড়ার পরীক্ষা। সরসী নিজেকে কঠিন শাসনে বেঁধে রাখত—পাছে সুবীর সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত হয়। অসহায় সুবীর নিজের অতীত আর বর্ত্তমানকে বিচার করতে গিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ত—"সরসী তোমার হাতের খেলনা ছাড়া আমি কিছু না।" কেবল পড়াশুনোর তাগিদে বিদ্রোহী হয়ে সরসীকে খোঁচা দিত—"মাষ্টারনীরা ভাবে তারা সব সময়ই মাষ্টারনী, বিশ্বসংসারের সবাই ছাত্র ছাত্রী।" সরসীও মাঝে মাঝে ভেঙে পড়ত—যখন দেখত মণ্টু তার বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলতে, নাটক করতে চাইত আর ফিরে যেতে চাইত তার পুরনো জীবনে। কিন্তু সরসী তার আত্ম বিশ্বাস এবং একাগ্রতা দিয়ে স্বপ্নকে সফল করে তুলেছিল। রকবাজ মণ্টু মিত্তির হয়েছিল শিক্ষিত মার্জিত ডাঃ সুবীর মিত্র। প্রবেশ করেছিল গলি থেকে রাজপথের বৃহত্তর সমাজে। সম্মান আর যশের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল বহু উপরতলার জ্ঞানী, গুণী লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল সুশিক্ষিতা হেনা ব্যানার্জী আর তার বাবা কোটিপতি সমাজের শক্তিশালী পুরুষ ধীরানন্দ ব্যানার্জীর সাথে। ধীরানন্দ এসেছেন সিমলায় সুবীরের জন্য চাকুরী, গাড়ী, বাড়ী আর টাকার স্বপ্ন নিয়ে, আর হেনা এসেছে তার নিঃসঙ্গ হৃদয় নিয়ে। কিন্তু সরসীর নারীসত্তা বুঝতে পারে হেনা কি চায় ? সন্দেহ জাগে সুবীর কি টাকার মোহে বাইরে চাকুরী চায়, না অন্য কোন আকর্ষণ ? উত্তরণের সাধনা নিয়ে তিলে তিলে তৈরী মানুষটা সব ভেঙে চুরে দিয়ে চলে যেতে চায় ?

অবিনাশী আত্মা যেমন ত্রিভুবন বিচরণ করে তেমনি সরসীর জীবনে—সুবীরের সঙ্গে নীড় বাঁধা এক ভুবন বিচরণ ; আর এক ভুবন বিচরণ করছে সুবীরের নতুন জন্মের কাল ধরে—যে কাল অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তৃতীয় ভুবনের বিচরণ আজ চলেছে।
শেষ বিচরণ—মুক্তির আলো যেখানে নেই—সম্ভবতঃ ভাগ্য ত্রিশঙ্কুর অন্ধকারে টেনে নিয়ে চলেছে।

"তিন ভুবনের পারে"—সে কোন ভুবন ?

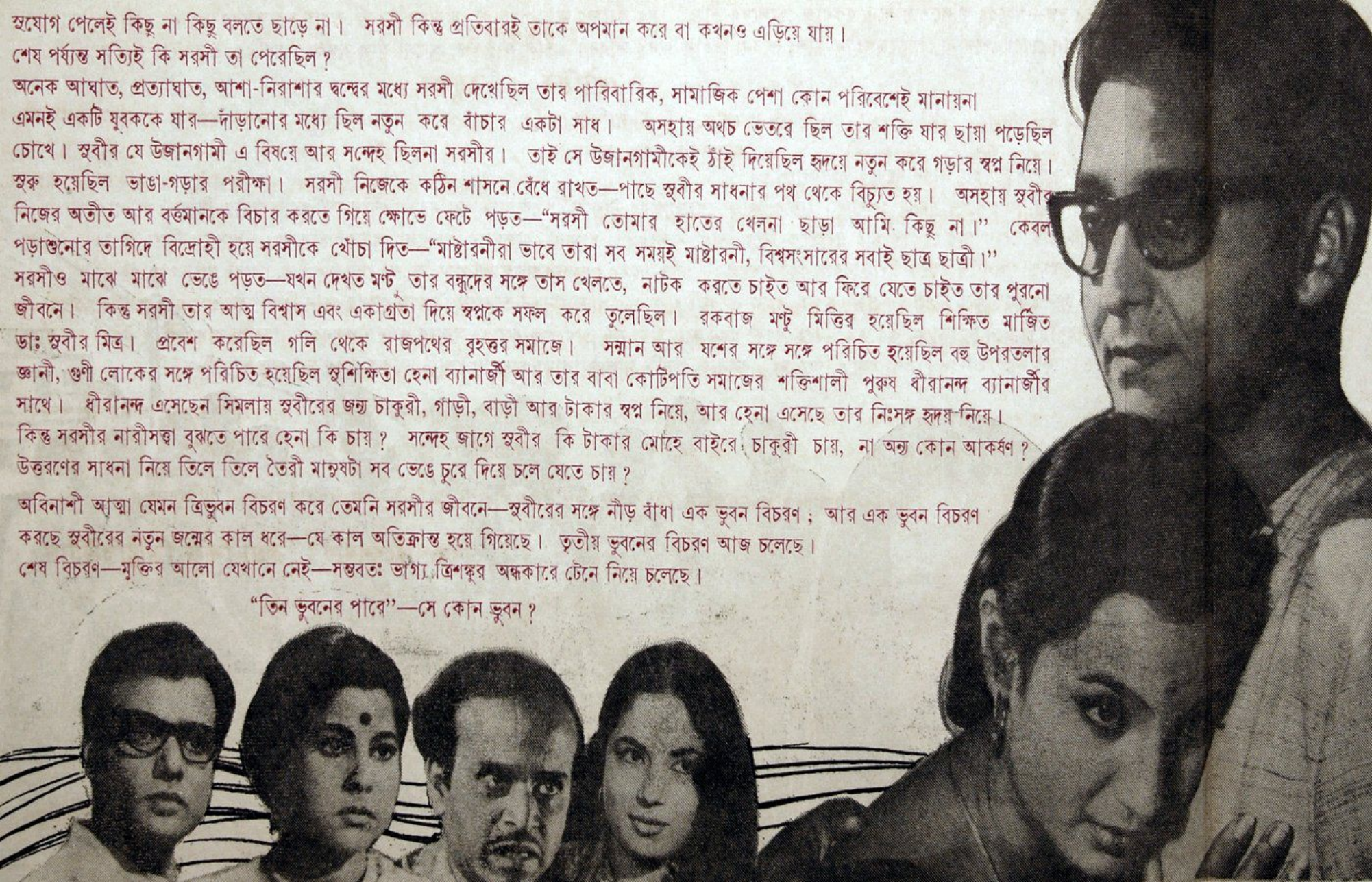

: ভূমিকায় :

সৌমিত্র ॥ তনুজা

কমল মিত্র ।। তরুণ কুমার ।। রবি ঘোষ (অতিথি) ॥ বিজন ভট্টাচার্য্য ॥ পদ্মা দেবী ॥ অপর্ণা দেবী ॥ স্থলতা চৌধুরী ॥ সুব্রতা চ্যাটার্জী ॥ অশোক মিত্র ॥ চিন্ময় রায়॥ শৈলেন গাঙ্গুলী ॥ সুকুমার ঘোষ ॥ শ্যামল চাটার্জী ॥ শ্যামল বসু ॥ লাবু মৈত্র ॥ মীরা ।। শিবু ।। বিমল ।। মানব ।। বীরেশ্বর ।। সতু ।। মাঃ অসীম ।। গোরা ।। রীণা ব্যানার্জী ।। খুকু ।। রমা ।। চৈতালী ।। সবিতা ।। রত্না ।। সমিতা ও নবাগত অরূপ বসু এবং সুমিতা সান্যাল (অতিথি)

: কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সুশীল কুমার নন্দী ॥ দীপচাঁদ কাঁঙ্কারিয়া ॥ বি, এন, রায় (ছায়ালোক) ॥ শ্রী এবং শ্রীমতি শংকর সেন ॥ মৃণাল সেন ॥ হীতেন চৌধুরী ॥ তারাশংকর মাইতি ॥ রামু সারিয়া ।। গৌরী শংকর সরকার ॥ জ্যোতির্ময় সিংহরায় ॥ পিন্টু রুদ্র ॥ প্রদীপ চক্রবর্ত্তী ॥ বিনয় মুখার্জী ॥ হীরেন সরকার ॥ অধ্যাপক ভাস্কর মিত্র ॥ অমল দে ।। ও, সি, গাঙ্গুলী

যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয় ।। মুক্ত অঙ্গন (শৌভনিক) লরেন্স জুট মিল (বার্ড এণ্ড কোং) ন্যাশনাল ট্যানারী ।। সেণ্ট মেরীস স্কুল ।। অলিমপিয়া বার ।। গে রেস্টুরেণ্ট ।। সামুর এণ্ড কোং ।। ডি, এন, সিং এণ্ড কোং ।। কলিকাতা পুলিশ ।। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ।। দি প্রিনটেকস্

॥ টেক্‌নীসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে মোহিনী তরফদারের তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত ॥

বিশ্ব-পরিবেশনায় : **রুমা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স**

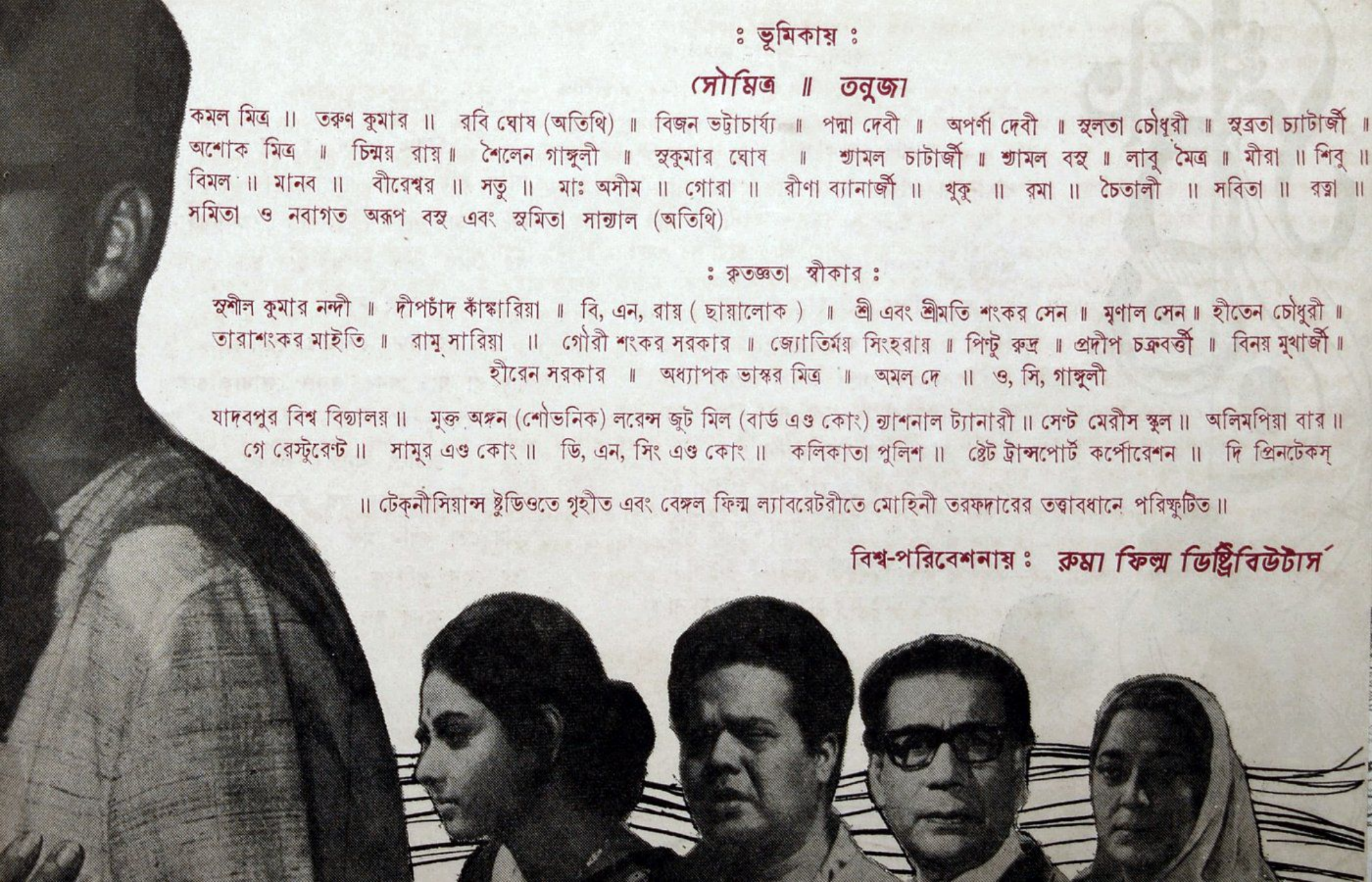

রচনা—সুধীন দাশগুপ্ত

জীবনে কি পাবো না
ভুলেছি সে ভাবনা।
সামনে যা দেখি
জানিনা সে কি
আসল কি নকল সোনা॥
যদি সব ছাড়িয়ে, দুটি হাত বাড়িয়ে
হারাবার খুশিতে যাই শুধু হারিয়ে।
যেতে যেতে কারো ভয়ে।
থমকে দাঁড়াবো না।
ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব জানিনা।
কে ভালো কে মন্দ যে তার খবর রাখিনা॥
কে তুমি, নন্দিনী আগে তো দেখিনি
চলেছ এই পথে, রূপে যে রঙ্গিনী।
চিনে নিতে যদি চাও একটু থামো না॥

কণ্ঠ—মান্না দে

হয়তো তোমারই জন্য
হয়েছি প্রেমে যে বন্য
জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়াই॥
যদি কখনও একান্তে, চেয়েছি তোমায় জানতে
শুরু থেকে শেষ প্রান্তে, ছুটে ছুটে গেছি তাই॥
আমি যে নিজেই মত্ত
জানিনা তোমার শর্ত্ত।
যদি বা ঘটে অনর্থ, তবুও তোমায় চাই॥
আমি যে দুরন্ত
দুচোখে অনন্ত।
ঝড়ের দিগন্ত জুড়ে স্বপ্ন ছড়াই॥
তুমি তো বলনি মন্দ
তবু কেন প্রতিবন্ধ
রেখোনা মনের দ্বন্দ্ব, সব ছেড়ে চলো যাই॥

রচনা—পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন এক চেনা পথে যেতে যেতে একদিন
পথ বলে অরণ্যে যাবো।
বনের উদ্দাম চঞ্চলতা
চলোনা তোমাকে দেখাবে॥
তখনি ঝড়ের মত চমকে উঠে
বেশ কিছু দূর আমি গেলাম ছুটে।
হঠাৎ সামনে এক নদী
১ম মেয়ে—"ওমা তাই নাকি।"
২য় মেয়ে—"নদী কি বললো?"
বললো সাঁতার দিই যদি
তাহলে ওপারে যেতে পাবো
বনের উদ্দাম চঞ্চলতা তখনি তোমাকে দেখাবো॥
ওখানে বাতাস যেন কিসের ভয়
পায়ে পায়ে আসে যায় সবসময়।
হঠাৎ আমাকে একা পেয়ে—
৩য় মেয়ে—"তোমাকে ধরল বুঝি?"
সে এলো ঘুর্ণিপাক হয়ে
৪র্থ মেয়ে—"কি বললো?"
বললো তোমাকে ঘোরাবো
বনের উদ্দাম চঞ্চলতা এখনি তোমাকে দেখাব॥
তখনি আকাশ ছোঁয়া গাছের ফাঁকে
পুরোপুরি হারালাম আকাশটাকে
তখনি অরণ্য কাঁপিয়ে
মেয়েরা সকলে—"উঃ তারপর"
আঁধার পড়ল ঝাঁপিয়ে
কি করে ফেরার পথ পাবো।
বনের উদ্দাম চঞ্চলতায় বুঝিনি সে পথ হারাব॥

কণ্ঠ—আরতি মুখোপাধ্যায়

দূরে দূরে কাছে কাছে,
এখানে ওখানে,
কে ডাকে গো আমায়,
এসেছি তোমার মনেরই ছায়ায়।
কান পেতে শুনি অতীতের বুকে
কে যেন কি বলে হাসি হাসি মুখে
নিজেকে হারিয়ে বুঝি
সে ছিল আমারই স্মৃতির মায়ায়।
তাই কি আমার সে কথা আমার
ফিরে ফিরে এলো।
সুর হয়ে মন দিয়েছে জানিয়ে
আজ কেন আমি গেছি সাড়া দিয়ে।
কী করে না মেনে পারি
চেয়েছি তোমাকে পেয়েছি তোমায়।

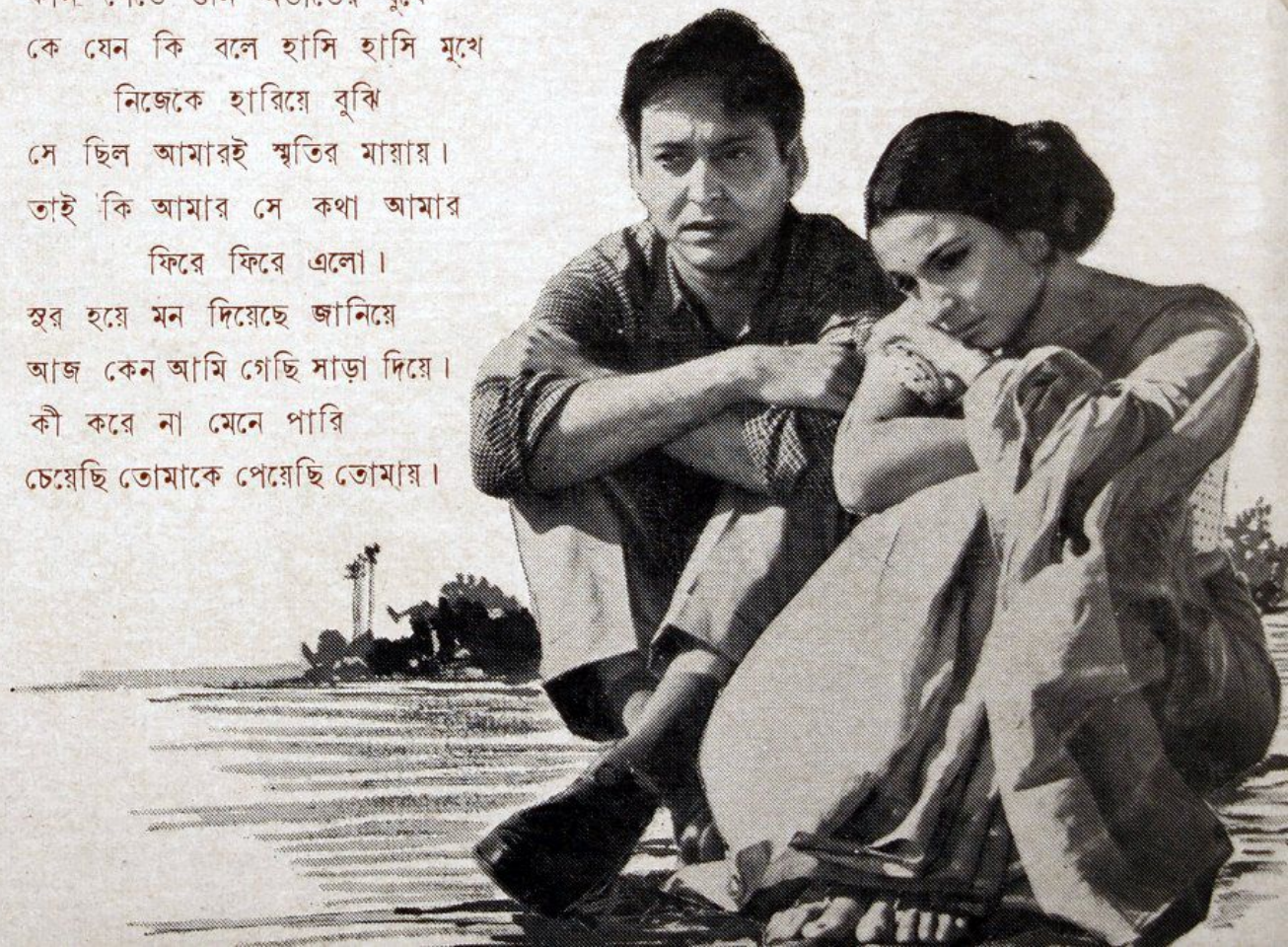

আমাদের পরিবেশনায় পরবর্ত্তী ছবি

রুমা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, ৩, সাকলাত প্লেস, কলিকাতা-১৩ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
দি প্রিনটেকস্, ৯৩।৩।১-এ, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ দ্বারা মুদ্রিত, ফোন : ৩৫-৩০৪৫